নোট বাতিলে কমপক্ষে ৮০ জনের মৃত্যু হলেও সরকার নাকি জানেই না

...সংবাদমাধ্যমগুলির দাবি, বিমুদ্রাকরণের জেরে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ৮০ জনের। কেউ লাইনে দাঁড়িয়ে অসুস্থ হয়ে, কেউ টাকার শোকে। অথচ, এ নিয়ে কোনও তথ্যই নেই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। মৃত্যুগুলির কারণ জানতে তদন্ত করা তো দূরের কথা, এ নিয়ে সময় ব্যয় করারও প্রয়োজন বোধ করেনি মোদি সরকার। অন্তত তেমনই জানা গিয়েছে তথ্যের অধিকার আইনে। এ বিষয়ে করা আরটিআই আবেদনগুলি বিভিন্ন মন্ত্রক ঘুরে ফিরে এসেছে জবাব ছাড়াই।

নিউজ ১৮-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, তথ্যের অধিকার আইনে করা এই আবেদনগুলিতে জানতে চাওয়া হয়েছিল বিমুদ্রাকরণের পর, ৮ নভেম্বর থেকে ৩০ ডিসেম্বরের ২০১৬-এর মধ্যে হওয়া এই মৃত্যুগুলির কারণ জানতে কোনও তদন্ত কমিটি গড়া হয়েছিল কি না, হয়ে থাকলে সেই কমিটিতে কারা রয়েছেন, এখনও পর্যন্ত তদন্তে কী উঠে এসেছে, মৃতদের (পরিবারের) কাউকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে কি না। প্রথম আবেদনটি করা হয় ২৬ ডিসেম্বর, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে। কারণ, আইন-শৃঙ্খলা ঘটিত পরিস্থিতি এবং অস্বাভাবিক মৃত্যুর খতিয়ান তাদের কাছেই থাকে। ৪ দিন পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক আবেদনটি পাঠিয়ে দেয় শুল্ক বিভাগকে। জানুয়ারির ৫ তারিখে তারা সেটি পাঠিয়ে দেয় অর্থ মন্ত্রকে, যেখানে আগে থেকেই এই সংক্রান্ত একটি আবেদন এসে পড়েছিল। মাস খানেক পরে অর্থ মন্ত্রক আবেদনটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। নোট হিসাবে লিখে দেয়, 'যাবতীয় তথ্য আবেদনের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ধরে খুঁজলে পাওয়া যাবে'। সেই দিনই নতুন একটি রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে এই একই আবেদন অর্থ মন্ত্রকের একটি বিভাগে পাঠিয়ে দেয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। ২০ ফেব্রুয়ারি আবেদনটির একটি প্রতিলিপি যায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে। ৪ মার্চ তারা জানিয়ে দেয়, এই সংক্রান্ত কোনও তথ্য তাদের কাছে নেই। কিছুদিন পর আবেদন ফিরে যায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে। নিউজ ১৮-এর দাবি, আবেদনটি এখনও একই ভাবে ঘুরে চলেছে। কোনও মন্ত্রকই জবাব দিতে পারেনি।

এ প্রসঙ্গে অনেকেই টেনে আনছেন বিমুদ্রাকরণের পর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর করা একটি মন্তব্যের কথা। প্রায় সমস্ত সংবাদমাধ্যমেই যখন সাধারণ মানুষের মৃত্যুর খবর লেখা হচ্ছে, তখন অরুণ জেটলি দাবি করেছিলেন, বিমুদ্রাকরণের জন্য এক জনেরও মৃত্যু হয়নি। পর্যবেক্ষকদের মতে, মোদি মন্ত্রীসভার নাম্বার টু-র সেই মন্তব্যেরই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে সরকারের কাজে।

সংবাদসংস্থা। এই সময়, ৮ জুন ২০১৭